ভোরের কাগজ

তারিখ AUG. 2 [illegible] 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

শিক্ষকদের নকল প্রবণতা প্রসঙ্গে

গত ২৮ জুলাই দৈনিক ভোরের কাগজ-এর চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত আবুল কালামের 'শিক্ষকদের নকল প্রবণতা' চিঠিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। চিঠিতে উল্লিখিত ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র গ্যালাক্সি গাইডের চার ও ছয় নং নমুনা প্রশ্ন এবং ১৯৯৮ সালের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নপত্রের উল্লেখ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, আমাদের স্কুলটিই ঐ 'নিকটস্থ' স্কুল। অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিষয়টি এখন বহুল আলোচিত। অনেকেই যুক্তি দেখাতে পারেন, প্রশ্নপত্র নকল হলে ছাত্রছাত্রীর অসুবিধা কি? ওটা কোনো অপরাধ নয়। আইন কোনটিকে অপরাধ বলে গণ্য করবে. কোনটিকে করবে না তা আমরা জা[illegible] [illegible] কিন্তু নীতিগতভাবে দুটোই অনাকাঙ্ক্ষিত কারণ এক এক স্কুলে পাঠতালিকা, শিক্ষাদান ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই সংশ্লিষ্ট স্কুলের অভ্যন্তরীণ পাঠ্যদানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশ্নপত্র না করে টেস্ট পেপার বা গাইড বই থেকে প্রশ্ন হুবহু নকল করে পরীক্ষা নিলে সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা বিপাকে পড়ে। এই বিপাক থেকে রেহাই পেতে তারা নকলের আশ্রয় নেয়।

আমাদের দুর্ভাগ্য শুধু নকল প্রশ্নপত্রই নয়। নকল বই পড়ে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে হয়। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বইটি এই স্কুলের স্বনামধন্য শিক্ষক শেখ আবদুল জলিল ও জামালপুর হাই স্কুলের শিক্ষক সলিল কুমার কাহালির যৌথভাবে লেখা। যা বছরের পর বছর পাঠ্যতালিকায় জেঁকে বসেছে। কিন্তু এ বইয়ের রচনাগুলো কি মৌলিক? বইটির জনসেবা, ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নারীশিক্ষা, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার, পল্লীসংস্কার, খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা, পরীক্ষার পূর্বরাত্রি, একটি ছুটির দিন, শীতের সকাল, একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা, কৃষিকাজে বিজ্ঞান, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের দান, জাতীয় জীবনে টেলিভিশনের ভূমিকা —এই ১৩টি রচনা মল্লিক ব্রাদার্স প্রকাশিত মাহবুবুল আলমের এসএসসির ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বই থেকে নকল। সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়ার জন্য শুধু কিছু কিছু বাক্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যখন সন্ধ্যা নামে, অজিত কুমার গুহ ও আনিসুজ্জামানের নতুন বাংলা রচনা বই থেকে নকল। হয়তো এমনি আরো বিভিন্ন বই থেকেই বাকি রচনাগুলো সংকলিত। অথচ উল্লিখিত রচনার শেষে সংকলিত বা পরিমার্জিত ইত্যাদি কোনো স্বীকারোক্তিই নেই। 'আপনি আচরি ধর্ম, শিখাও অপরে'— এভাবে শিক্ষকই ছাত্রকে নকল করার কাজে ঠেলে দিচ্ছেন। শিক্ষকদের কাছে নকলের পাঠ পেয়ে ছাত্ররা এটাকে বৈধই ভাবছে।

ছাত্রদের নকল প্রবণতা রোগের চিকিৎসা যথাসময়ে না করার ফলে আজ মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে এ রোগ শহরে-গ্রামে। তেমনি বই রচনা থেকে প্রশ্নপত্র রচনা, সমাজবিজ্ঞান থেকে ইংরেজি, একজন থেকে দুজন; দুজন থেকে তিনজন এভাবে শিক্ষকদের মাঝেও নকল প্রবণতার রোগ ক্রমাগত সংক্রমিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। কর্তৃপক্ষের অজান্তে ছড়াছে নকলের জীবাণু।

সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন, উপযুক্ত প্রতিশেধকের মাধ্যমে এ রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন। নতুবা যে রোগে ছাত্রসমাজের শরীরে আজ পচন ধরেছে সেই রোগে শিক্ষকসমাজ ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হয়ে পড়লে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই ধসে পড়বে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড বলে চিৎ[illegible] করে সেমিনার উত্তপ্ত করলেও [illegible] যাওয়া মেরুদণ্ড নিয়ে জাতি [illegible] পারবে না।

২০০০ সালের প্রজন্ম[illegible] নিবেদিত ও পরিশ্রমী শি[illegible] যাদের তত্ত্বাবধানে আমরা[illegible] সৎ জাতির প্রতি প্রতিশ্রু[illegible] তরুণ জাতি।

কে বি [illegible]
ময়মনসি[illegible]